যুগান্তর

তারিখ 10 FEB 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ইবি ক্যাম্পাসে অরাজকতা

দেড় মাস ভিসি নেই : সরকার সিদ্ধান্তহীনতায়

একরামুল ইসলাম বিপ্লব, ইবি থেকে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থা ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ভিসি নিয়োগ দিতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সরকার। ফলে শিগগিরই অচলাবস্থা নিরসনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেশের সর্বোচ্চ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি টানা দেড় মাস ধরে অচল হয়ে পড়ে থাকলেও তা দেখার কেউ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী ভিসি পদটি ১৫ জানুয়ারি [illegible] আনুষ্ঠানিকভাবে শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। দীর্ঘদিনেও সরকার ভিসি পদে নিয়োগ দিতে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। কে হচ্ছেন নতুন ভিসি– এ নিয়ে প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। এ সুযোগে ক্যাম্পাসে পুরোপুরি অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষার ফল আটকে আছে ভিসি না থাকায়। কবে ভিসি নিয়োগ হবে আর কবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম হবে তা কেউ জানে না। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য মরণপণ লবিং শুরু করেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা। ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ আবার মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পর থেকে ঢাকায় গিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দেনদরবার শুরু করেন। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও ভিসি হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। প্রায় সবার পক্ষেই ক্যাম্পাসে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তার ভিসি হওয়া নিশ্চিত। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকরা একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ করায় ভিসি হিসেবে কাকে নিয়োগ দেয়া হবে– এ নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা চলছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আরও সংকটের মুখে পড়বে। কারণ এর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ ভিসির মধ্যে ৮ জনই ছিলেন অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ফলে তারা কেউই মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। ক্যাম্পাসের পরিবেশ বুঝে ওঠার আগেই তারা পার্মানেন্ট গভর্নমেন্ট পার্টি খ্যাত একদল প্রভাবশালী শিক্ষকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েন। জামায়াত, বিএনপি ও আওয়ামী লীগপন্থী কয়েকজন চিহ্নিত শিক্ষক রয়েছেন এ চক্রে। ফলে সব সরকারের আমলেই এ চক্রের সদস্যরা সবচেয়ে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। সেসব ভিসির কেউই প্রভাবশালী মহলের চক্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। স্বার্থ হাসিল হয়ে যাওয়ার পর এ চক্রটি আবার আন্দোলনে নেমে ভিসি তাড়িয়েছে। এছাড়া স্বাধীনতার পর প্রথম প্রতিষ্ঠিত দেশের এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিমধ্যে ২৯ বছর পার করেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝ থেকেই ভিসি হওয়ার মতো দক্ষতা রয়েছে অনেকের। তাছাড়া অতীতে বহিরাগত ভিসিরা মেয়াদ পূরণ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবার অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্য থেকে ভিসি নিয়োগ ছাত্র-শিক্ষকদের প্রধান দাবিতে পরিণত হয়েছে। ৩ ফেব্রুয়ারি ইবি শিক্ষক সমিতি সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্য থেকে সত্বর ভিসি নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। ইবির আওয়ামী লীগপন্থী ও প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আরফিন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে দক্ষ শিক্ষক থাকতে ভিসি নিয়োগে আমাদের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

যুগান্তর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক